পঞ্চম অধ্যায়: শিষ্টাচার ও পরমতসহিষ্ণুতা

প্রশ্ন-১. বিনয় সবার সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলে। বড়দের অসম্মান করে। তার আচরণে কিসের অভাব খুঁজে পাও?

উত্তর: বিনয়ের আচরণে আমি শিষ্টাচারের অভাব খুঁজে পাই।

প্রশ্ন-২. রাস্তায় গুরুজনকে দেখলে তুমি কী করবে?

উত্তর: গুরুজনকে প্রণাম করে সম্মান জানাব।

প্রশ্ন-৩. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ থেকে চলে গেলে তোমাদের কী করা উচিত?

উত্তর: শিক্ষক চলে গেলে আমরা সবাই হৈ, চৈ হট্টগোল না করে শান্ত থেকে শ্রেণিকক্ষে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখব।

প্রশ্ন-৪. অধর্ম বেড়ে গেলে ভগবান পৃথিবীতে নেমে এসে অধর্মের বিনাশ করেন। তিনি কীভাবে এ কাজটি করেন?

উত্তর: ভগবান অবতার হিসেবে পৃথিবীতে অবতরণ করে অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম রক্ষা করেন।

প্রশ্ন-৫. তুমি সবার প্রতি ভদ্র ও নম্র ব্যবহার কর। তোমার এ আচরণকে কী বলা হয়? [প্রা.শি.স.প. ২০১৪]

উত্তর: আমার এ আচরণকে শিষ্টাচার বলা হয়।

প্রশ্ন-৬. পরমতসহিষ্ণুতা ধর্মের অঙ্গ। তুমি কীভাবে এটি দেখাতে পার?

উত্তর: নিজের মতে ঠিক থেকে অন্যের মতকে মেনে নিয়ে বা শ্রদ্ধা করে আমি পরমতসহিষ্ণুতা দেখাতে পারি।

প্রশ্ন-৭. পরমতসহিষ্ণুতা কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫ ২০১৩]

উত্তর: নিজের মতে ঠিক থেকে অন্যের মতকে মেনে নেওয়া ও শ্রদ্ধা করাকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

প্রশ্ন-৮. শিষ্টাচার কাকে বলে? [প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৪]

উত্তর: নম্র ও ভদ্র ব্যবহারকে শিষ্টাচার বলে।

প্রশ্ন-৯. নারদকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়ালেন কেন? [প্রা.শি.স.প.২০১৬, ২০১৫]

উত্তর: নারদকে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বসার আসন দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

প্রশ্ন-১০. ঐক্য বা সংহতির সূত্র কী?

উত্তর: ঐক্য বা সংহতির সূত্র পরমতসহিষ্ণুতা।

http://teachingbd.com